পলিসি ব্রিফ

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রয়োজন পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতে যথাযথ গুরুত্বারোপ

WaterAid PPRC Power and Participation Research Centre unicef for every child

- স্বাস্থ্য ও ওয়াশ খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার গুরুত্ব একেবারে স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এই বর্তমান মহামারী করোনাভাইরাস। এর পাশাপাশি, দেশের স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন) পরিস্থিতির উন্নয়নের দাবিটিও আরও জোরালো করেছে।
- ওয়াশ খাতে ২০০৭-০৮ সাল থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। এ সময় ২ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ১১ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে। তবে দুই অর্থবছরে কিছু কমতি দেখা গেছে।
- অর্থমন্ত্রী তাঁর সর্বশেষ বাজেট বক্তৃতায় (১৩ জুন ২০১৯) 'আমার গ্রাম আমার শহর' উদ্যোগের আওতায় গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন খাতে নতুন বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই 'আমার গ্রাম আমার শহর' বর্তমান শাসক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত একটি প্রতিশ্রুতি।
- সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিতে দেশে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির ঘাটতির বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এসব নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে আছে ভিশন ২১/পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২০/২১, খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১/২০২৫ এর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাত, ভিশন ২০৪১ ইত্যাদি। এসব পরিকল্পনা ও নীতিতে পাহাড়ী জেলাগুলো, উপকূলীয় ও হাওর অঞ্চলে নিরাপদ ও সবার জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সকল পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা আছে।
- তবে এসব প্রতিশ্রুতি থাকলেও পরিকল্পনাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একাধিক বিপুল পরিমাণের বিনিয়োগ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাই সকলের জন্য সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও জোরদার ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে এবং এসডিজি-৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি মাথায় রেখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্যবিধিকে (হাইজিন) অবশ্যই বড় মাত্রায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে স্যানিটেশন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় দুটি খাতকেই সমান গুরত্ব দিতে হবে।

চিত্র ১: ২০২০ অর্থবছরে ওয়াশ খাতে বাজেট বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

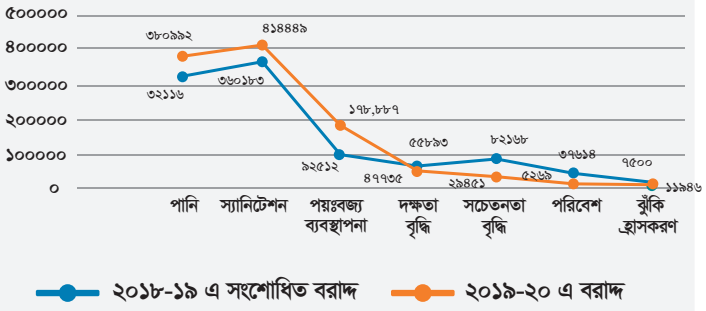

২০১৯-২০ অর্থবছরে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং হাইজিন উপখাতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বরাদ্দ নেই। তবে আগের বছরগুলোতে হাইজিন খাতে সামান্য কিছু বরাদ্দ ছিল।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হাইজিনের বিষয়টি দেখে। নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে এ খাতে তারা কম বরাদ্দ পায়। যে বরাদ্দ মেলে তা শুধু ব্যয় হয় সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে। হাত ধোয়ার প্রদর্শনের বিষয়টি এখানে থাকা দরকার। আর এ জন্য জীবন বাঁচানোর তাগিদেই এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ খাতে আরও অর্থের প্রয়োজন।

চিত্র ২: ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার জন্য ওয়াশ খাতে বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

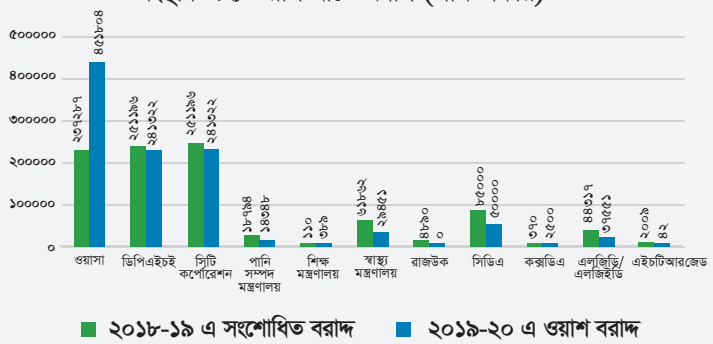

পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপখাত এখনো দৃষ্টি সীমার বাইরেঃ

- উপখাতভিত্তিক বিচ্ছিন্ন তথ্যউপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যায় (নিচের চিত্র) পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ৮৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেড়েছে। তবে খাবার পানি ও স্যানিটেশন খাতের তুলনায় এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে এখনো যথেষ্ট দৃষ্টি নেই। এসডিজি-৬ অর্জনের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

টেবিল ১: পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বরাদ্দ

অর্থবছর	বরাদ্দ (লাখ টাকায়)	% বৃদ্ধি
২০১৬-১৭	১৯,৯৫০	ভিত্তি বছর
২০১৭-১৮	১৫,৩৫০	-২৩.০৬
২০১৮-১৯	৯২,৫১২	৫০২.৬৮
২০১৯-২০	১,৭৮,৮৮৭	৬৩.৩৬

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে শহর অঞ্চলে স্থানভিত্তিক বৈষম্য কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। এ প্রবণতা ধরে রাখতে হবে।

- ওয়াটারএইড, ইউনিসেফ এবং পিপিআরসির আগের পলিসি ব্রিফগুলোতে সবসময় ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত বিশ্লেষণে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য এবং শহরের বরাদ্দের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

- প্রতিটি সিটি করপোরেশন ২০১৯-২০ সালে ওয়াশ খাতের বাজেট বরাদ্দ পেয়েছে। এখানে একটি ইতিবাচক দিক হলো আগে বরাদ্দ না পেলেও গত বছর খুলনা, বরিশাল, গাজীপুর ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশন গত বছর বরাদ্দ পেয়েছে।

- এসব সিটির ওয়াসাগুলোর মধ্যে রাজশাহী সিটির ওয়াসার বরাদ্দ কয়েক দফা বেড়ে হয়েছে ৮৭৮ কোটি টাকা। এটি চট্টগ্রাম ওয়াসার কাছাকাছি বন্দর নগরীর ওয়াসার বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮৭৫ কোটি টাকা। তবে খুলনা ওয়াসার বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

- ছোট শহর ও গ্রামে পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবার দায়িত্বে থাকা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এ সংস্থায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ একাহাজার ৬৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দুই হাজার ৪১৩ কোটি টাকা হয়েছে পরের অর্থ বছরে।

নিরাপদ সুপেয় পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য এখনো প্রকট। ফলে সুপেয় পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মানুষের অভিগম্যতা, সমতা ও ন্যায্যতা সুদূর পরাহত এবং প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যবিধির (হাইজিনের) আওতায় নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতিও বাধাগ্রস্ত।

চিত্র ৩: গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য (টাকা বিলিয়নে)

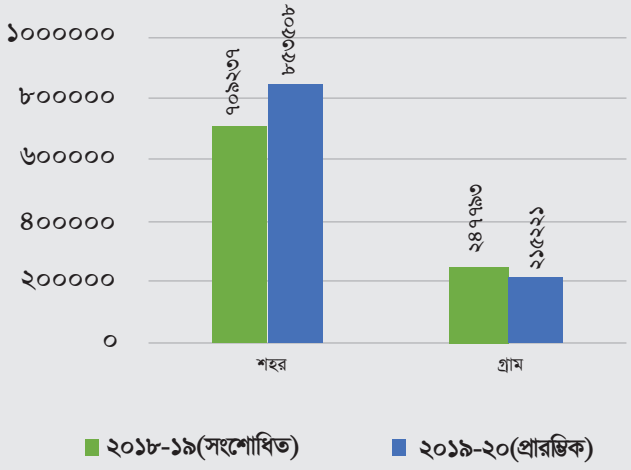

উপরের উপাত্তে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধানের চিত্রটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। অন্যদিকে নিচের সারণিতে দেখা যাচ্ছে গ্রাম ও শহরে গত কয়েক বছরে বরাদ্দের হার বাড়লেও ব্যবধান এখনো কমেনি। এর অর্থ হলো, এ ব্যবধান কমানোর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এখনো পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। আর এর ফলে এসডিজি-৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থবছর	শহর	% বৃদ্ধি	গ্রাম	% বৃদ্ধি
২০১৬-১৭	৪,০০,০৯১	ভিত্তি বছর	৯৭,৫৭২	ভিত্তি বছর
২০১৭-১৮	৫,১৬,৬৪৩	২৯.১৩	১,৯৩,০১৪	৯৭.৮২
২০১৮-১৯	৭,০৯,২৩৭	৩৭.২৭	২,৪৭,৭৯৩	২৮.৩৮
২০১৯-২০	৮,৫৩,৫০৮	২০.৩৪	২,১৫,২২১	-১৩.১৪

- গত তিন বছরে চর ও হাওর অঞ্চল বাজেটে কিছু বরাদ্দ পেয়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এই দুর্গম দুই এলাকায় কোনো বরাদ্দ নেই।

- দরিদ্রদের প্রতি সৃষ্ট ব্যবস্থা ও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বাজার ব্যবস্থার অজুহাত দিয়ে গরীব মানুষকে দূরে রাখাটা কখনই সুবিবেচনার পরিচয় বহন করবে না।

- প্রতিটি অঞ্চলের, প্রতিটি মানুষের সুপেয় নিরাপদ পানি, শৌচাগার এবং তাদের পরিস্কার করে হাত ধোয়ার সুযোগ দিতে হবে। এটা শুধু তাদের অধিকার না, এই তিনটি বিষয় হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচাবে। আর সরকারকে এ ব্যাপারে অনেক বেশি সজাগ হতে হবে।

বরাদ্দের বড় অংশ পায় ঢাকা ওয়াসা, খুলনার ভাগে সবচেয়ে কমঃ

- অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনসংখ্যার ধরণের বিবেচনায় রাজধানী ঢাকা ওয়াসা সবসময় বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষে থাকে। অন্য সিটির তুলনায় এর পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু সমতা ন্যায়ের নিরিখে অন্য ওয়াসাগুলোর দিকে বিশেষ করে খুলনা ওয়াসার বরাদ্দ বাড়ানো উচিত।

চিত্র ৪: ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন ওয়াসার ওয়াশ খাতে বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

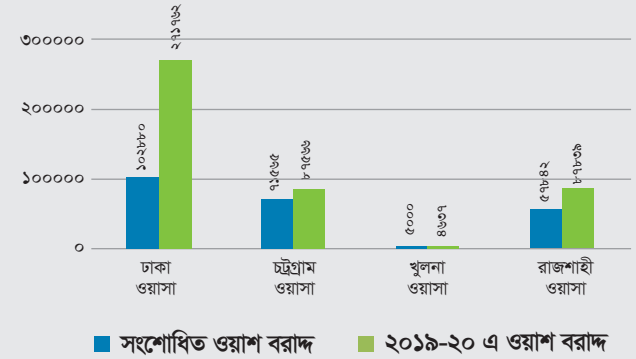

চিত্র ৫: ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন সিটি করপোরেশনে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

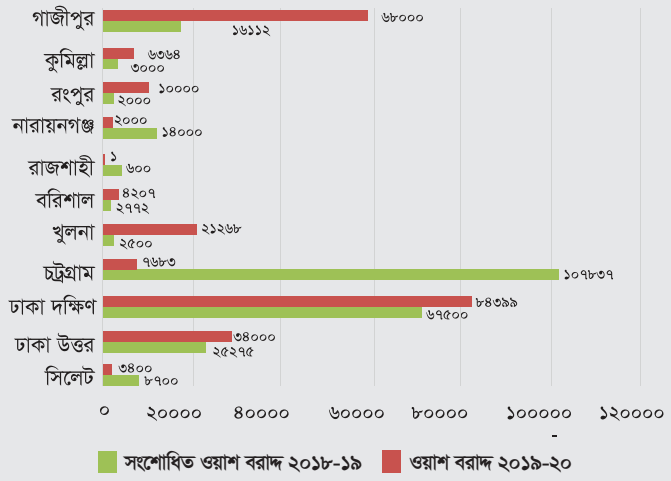

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী গাজীপুর সিটি করপোরেশন মোট বরাদ্দের দুইতৃতীয়াংশ বরাদ্দ পায় (৭৭ শতাংশ)।

- সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি মেনে চলতে ভবিষ্যতের বাজেটে সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যবধান ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য এখনো রয়ে গেছে। এ বৈষম্য রয়েছে শহরের ও গ্রামের মধ্যে, চার ওয়াসার মধ্যে এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে। কোভিড-১৯ এর এই মহামারীর মধ্যে শুধু বাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে গরীব মানুষকে উপেক্ষা করা যাবে না।
- দেশের দুর্গম অঞ্চলে ওয়াশ পরিষেবা এখনো নিশ্চিত হয়নি।
- পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) এখনও পর্যন্ত একটি উপেক্ষিত খাত হিসেবেই রয়ে গেছে।
- হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধি এখনো যথাযথভাবে অগ্রাধিকার বলে বিবেচিত না হওয়ায় এখনো যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। যদি বাস্তবতা হলো, কোভিড-১৯ এর এই মহামারীর মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাটাই প্রধান বিষয়।
- দেশের ওয়াসাগুলোর মধ্যে যেগুলো সর্বোচ্চ বরাদ্দ পায় তাদের জন্যও মানসম্পন্ন পানি সরবরাহ এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ লাগবে। কিন্তু সক্ষমতার উন্নয়নের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। এ বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।
- পানি সংক্রান্ত পরিবেশের ইস্যুগুলো এবং এসবের ঝুঁকি প্রশমনের বিষয়টি এখনো বড় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।
- এসডিজি-৬ এর জটিল বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে।
- ওয়াশ খাতের বরাদ্দের ক্ষেত্রে নীতি কাঠামোগুলো যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, একাধিক ভিশন বা লক্ষ্যমাত্রা অনুসরন করা হয়নি।
- রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো নিশ্চিত করতে দরকার এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন।

২০২০-২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ওয়াশ খাতে বাজেট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ

১. কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং এ থেকে সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এবং ভবিষ্যতের কোনো প্রাদুর্ভাব থেকে মানুষের সুরক্ষায় দ্রুত ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধি ও ওয়াশকে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে দুর্গম এলাকা এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

২. লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করতে এবং ওয়াশ খাতের বিনিয়োগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যথাযথরুপে করতে এ খাতে বরাদ্দ ব্যয় ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেগুলোর সঠিক নজরদারি করতে হবে। এর পাশাপাশি একেবারে প্রান্তের মানুষের প্রয়োজনও বুঝতে হবে।

৩. ওয়াশ পরিষেবাকে সার্বজনীন করতে ও এ খাতে অর্থায়নকে প্রাধান্য দিতে বিভিন্ন পরিকল্পনার দলিল যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে যেসব প্রতিশ্রুতি আছে সেগুলোর বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চরম দরিদ্র মানুষ এবং সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪. জাতীয় নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন যথাযথরুপে করার জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিগরী সক্ষমতা বাড়াতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে হাইজিন এবং পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো যেসব খাত এখনো পিছিয়ে আছে সেসবে গুরুত্ব দিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের জন্য এসব বিষয় জরুরি।

৫. সুপেয় পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ খাতে বিপুল ভর্তুকি পাওয়া শহুরে গ্রাহক এবং উপকূল অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ, বস্তিবাসী অন্যান্য দুর্গম এলাকার মানুষের মধ্যে চরম বৈষম্য আছে। এ বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে। আর প্রগ্রেসিভ বিলিংয়ের (সক্ষমতা ভিত্তিতে বিল নির্ধারন) মতো উপায় বের করতে হবে।

৬. মহামারী প্রতিরোধের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হাইজিনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশব্যাপী হাইজিন সংক্রান্ত প্রচারে বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় সাবান ও পানি দিয়ে মানুষের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।